অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র MIGRANT RESOURCE CENTRE

এইচআইভি/এইডস এবং যৌন সংক্রমিত রোগ

ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অভিবাসীদের শতকরা ১০ ভাগ কোনো না কোনো যৌনরোগ সংক্রমণে ভোগে এবং কিছু বিদেশ ফেরত অভিবাসীকর্মী এবং তাদের পরিবার এইচআইভিতে সংক্রমিত।

যৌন সংক্রমিত রোগ

যৌনমিলনের মাধ্যমে যে রোগের সংক্রমণ বা বিস্তার ঘটে তাকে যৌন সংক্রমিত রোগ বা যৌনবাহিত সংক্রমণ বলে। পরিবার পরিজন থেকে দূরে প্রবাসে শৃঙ্খলাবিহীন জীবন যাপন এবং নানা কুসংসর্গ মানুষকে ঝুঁকিপূর্ণ যৌনমিলনে প্রলুব্ধ করতে পারে।

যৌন সংক্রমিত রোগ বা যৌন সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণগুলো হলো যৌনাঙ্গ বা এর আশেপাশে ঘা হওয়া, প্রস্রাবের সময় ব্যথা ও জ্বালা করা, প্রস্রাবের রাস্তায় পুঁজ বের হওয়া বা যোনিপথে অতিরিক্ত স্রাব হওয়া, তলপেটে ব্যথা, যৌনাঙ্গে বা আশেপাশে ফুসকুড়ি বা আঁচিল ইত্যাদি। যৌন সংক্রমিত রোগ অবশ্যই যৌনমিলনের মাধ্যমে ছড়ায়, কিন্তু এদের মধ্যে কিছু রোগ আবার অন্য মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। যেমন: হেপাটাইটিস, এইচআইভি এগুলো রক্তের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত মা থেকে সন্তানের মধ্যেও ছড়ায়।

যৌন সংক্রমিত রোগের চিকিৎসা রয়েছে, তাই এই রোগে আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ও ওষুধের কোর্স সম্পূর্ণ শেষ করতে হবে। এই রোগে আক্রান্ত হলে কর্মীর কর্মক্ষমতা কমে যায়। এমনকি চাকরিচ্যুত হয়ে দেশে ফেরত চলে আসতে হতে পারে। এর চিকিৎসাও ব্যয়বহুল।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যৌন সংক্রমিত রোগসমূহ

সিফিলিস (Syphilis) এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত যৌন সংক্রমিত রোগ। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যৌনাঙ্গে বা এর আশেপাশে ব্যথামুক্ত ক্ষত ও শরীরে গ্রন্থি ফুলে যাওয়া। এটি দ্রুত সংক্রমিত রোগ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে ও নিরাপদ যৌন আচরণ করতে হবে।

গনোরিয়া (Gonorrhea) এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত যৌন সংক্রমিত রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ বা পুঁজের মত স্রাব যায়, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া ও ব্যথা হয়। এমন লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত যৌন সংক্রমিত রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

হেপাটাইটিস বি ও সি (Hepatitis B and C) হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসজনিত যৌনবাহিত রোগ। রক্ত, বীর্য ও যৌনরসের মাধ্যমে একদেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। বাইরে থেকে লক্ষণ খুব কমই বোঝা যায় কিংবা যৌনাঙ্গে কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় না বরং লিভারে আক্রমণ করে এই রোগ। দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে সহায়তা করে।

এইচআইভি ও এইডস্ (HIV/AIDS)

এইচআইভি একটি ভাইরাসজনিত যৌনরোগ, যা শরীরে প্রবেশ করে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে একপর্যায়ে সহজেই শরীরে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। তা থেকে রোগী নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এইডস্ এইচআইভি আক্রান্তদের শেষ অবস্থা। রক্ত, বীর্য এবং মা থেকে শিশু দেহে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে। এইচআইভি শরীরে প্রবেশের পরে সাধারণত কোনো প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। এই রোগ হলে সাধারণত: শরীরে ওজন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে, এক মাসের অধিক সময় ধরে ডায়রিয়া চলতে থাকে, দীর্ঘমেয়াদি জ্বর ও কাশি থাকে, গলা/বগলের নিচে গ্রন্থিসমূহে ফুলে যায় ও ব্যথা করে, মুখের ভিতর সাদা সাদা দাগ হয় ও চামড়ায় বিবর্ণ ছাপ হয়।

যেভাবে এইচআইভি/যৌনরোগ সংক্রমিত হয়

১. রক্তের মাধ্যমে: (Blood) এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত নেওয়ার মাধ্যমে, ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করা একই সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজনের মাধ্যমে

২. অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে: (Unsafe Sexual Contact) (নারী-পুরুষ, পুরুষ-পুরুষ, নারী-নারী, কিশোর-কিশোরী)

৩. এইচআইভি আক্রান্ত পিতা-মাতা থেকে বাচ্চার শরীরে: (Parents-to-Child transmission-PPTCT) সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায়, সন্তান জন্ম নেওয়ার সময়, গর্ভ পরবর্তী সময়ে মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে।

এইচআইভি ও এইডস-এর চিকিৎসা

বর্তমান সময় পর্যন্ত এইচআইভি এবং এইডসের কোনো প্রতিষেধক/প্রতিরোধক ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। এইচআইভি আক্রান্ত হলে তা এইডসে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। কিছু নিয়ম মেনে চলে এবং নিয়মিত ওষুধ (Antiretroviral Treatment) সেবন করে দীর্ঘদিন (১৫ থেকে ২০ বছর বা আরো বেশি) সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব।

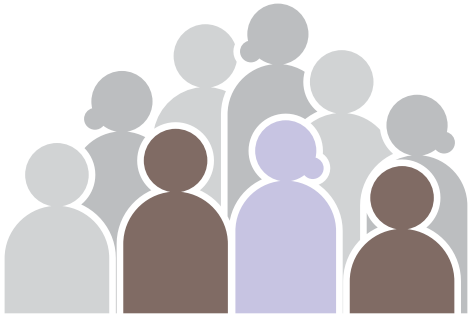

যেভাবে এইচআইভি/ যৌনরোগ প্রতিরোধ করা যায়

সাধারণত তিনটি উপায়ে এইচআইভি/ যৌনরোগ প্রতিরোধ করা যায়, যা নিচে দেওয়া হলো:

রক্তের ক্ষেত্রে

- রক্ত নেওয়ার আগে রক্তের এইচআইভি পরীক্ষা করে নেওয়া।
- এমন কারো রক্ত নেওয়া যাবে না, যে জানামতে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে অভ্যস্ত।
- কিডনি বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহণ করতে রক্তের এইচআইভি পরীক্ষা করে নেওয়া।
- সিরিঞ্জ কখনও অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি না করা।

অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে

- অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা।
- স্বামী-স্ত্রী বা বিশ্বস্ত সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখা।
- যে কোনো যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করা।

মা থেকে শিশুর ক্ষেত্রে

- আক্রান্ত মায়ের গর্ভধারণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ওষুধ গ্রহণ করা।
- সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তা নেওয়া।

যেখানে বিনামূল্যে এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়

- ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ, মহাখালী, ঢাকা।
- ভাইরোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
- ভাইরোলজি বিভাগ, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), মহাখালী, ঢাকা।
- আর্মড ফোর্সেস প্যাথলজি ল্যাবরেটরি, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
- সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর হাসপাতালসমূহে
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ

এইচআইভি/এইডস এবং যৌন সংক্রমিত রোগ বিষয়ে জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র

ঢাকা
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭৩০৬৬৬৯৩৬

কুমিল্লা
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কুমিল্লা
২৫, চান্দলা হাউজ
বাগিচাগাঁও
কুমিল্লা-৩৫০০
বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭১৩০৮৬৩৩০

info@mrc-bangladesh.org
www.mrc-bangladesh.org
Migrant Resource Centre Bangladesh
mrc_bangladesh
mrc_bangladesh

সহযোগিতায়
European Union
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
Federal Department of Justice and Police FDJP
State Secretariat for Migration SEM

বাস্তবায়নে
ICMPD
International Centre for Migration Policy Development